বসুন্ধরার চেয়ারম্যান সোবহান দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের অর্থপাচার অভিযোগ, সম্পদের হিসাব তলব

সংগৃহীত ছবি

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ও তার স্ত্রী আফরোজা বেগমকে সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার বিকেলে দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

দুদকের দাবি, সোবহান পরিবারের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখল, অর্থ আত্মসাৎ এবং বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের তদন্তের অংশ হিসেবেই তাদের সম্পদ বিবরণী চাওয়া হয়েছে। এ জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(১) ধারায় নোটিশ জারি করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, আহমেদ আকবর সোবহানের নামে দেশে প্রায় ৬৭ কোটি টাকার স্থাবর এবং ১৮৪ কোটির বেশি অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। সব মিলিয়ে তার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫২ কোটিরও বেশি। অভিযোগ রয়েছে, তিনি ও তার স্ত্রী যৌথভাবে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসে ২ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার পাচার করে সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। পাশাপাশি সুইজারল্যান্ড, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড ও আইল অফ ম্যানে বিভিন্ন কোম্পানির নামে ব্যাংক হিসাব খুলে বিপুল অর্থ পাচারের তথ্যও দুদকের হাতে এসেছে।

অন্যদিকে, আফরোজা বেগমের নামে দেশে ১১৭ কোটি টাকার স্থাবর ও প্রায় ৩৩৫ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। তার মোট সম্পদের পরিমাণ ৪৫৩ কোটির বেশি বলে দুদক জানিয়েছে। স্বামীর মতো তিনিও সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসে অর্থ পাচারের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ।

দুদকের মতে, দম্পতির সম্পদ তাদের ঘোষিত আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই তারা বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করেছেন, যা অর্থপাচার অপরাধের শামিল।

এর আগে, গত বছর অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সোবহান পরিবারের আট সদস্যের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করে। একই মাসে আদালত তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে সিআইডি দেড় লাখ কোটি টাকার জমি দখল ও অর্থপাচারের অভিযোগে আহমেদ আকবর সোবহান, তার ছেলে সায়েম সোবহান আনভীরসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে।

এ ছাড়া চলতি বছরের এপ্রিলে আদালত বসুন্ধরা চেয়ারম্যান ও তার পরিবারের নামে থাকা ব্যাংক হিসাব ও শেয়ার অবরুদ্ধের নির্দেশ দেয়। জুন মাসে দুদক জানায়, আহমেদ আকবর সোবহানের দুই ছেলে—সাফিয়াত সোবহান ও সাদাত সোবহানের যুক্তরাজ্যে পাচার করা সম্পদের তথ্য সে দেশে পাঠানো হয়েছে।